দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 08 SEP [illegible]
পৃঃ ৬ কলাম ৩

৩। ব্যাপক আকারে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জিত হয়েছে।

৪। সরকারী-বেসরকারী সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও দক্ষতা বিনিময়ের অপূর্ব ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে।

৫। সাক্ষরতাত্তোর কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও উপকরণ উন্নয়নের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জিত হয়েছে।

অধিদপ্তরের আওতায় বর্তমান বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচী

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর বর্তমানে ৪টি প্রকল্পের আওতায় কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। ব্যাপক আকারে কর্মসূচী বাস্তবায়নের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো ২০০০ সাল নাগাদ বয়স্ক সাক্ষরতার জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা ৬২% বয়স্ক সাক্ষরতা ও ২০০৬ সাল নাগাদ বর্তমান সরকার ঘোষিত সম্পূর্ণ সাক্ষরতা অর্জন। বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচীর প্রকল্পওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা ও আনুমানিক ব্যয় নিম্নরূপ ঃ

৪টি প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে বিভিন্ন স্থানীয় প্রশাসন সহ ২৪৩ টি বেসরকারী সংস্থা অধিদপ্তরের সহযোগী সংস্থা হিসাবে কর্মসূচী বাস্তাবায়ন করছে। ইতোমধ্যে কেন্দ্র ভিত্তিক ব্যবস্থায় ১৮১২০ টি সাক্ষরতা কেন্দ্রে ৫,৪৩,৬০০ জন নিরক্ষর সাক্ষরতা কোর্স সম্পন্ন করেছেন এবং বর্তমানে চলমান ৪২৮২৫ টি কেন্দ্রে ১২,৮৪,৭৫০ জন শিক্ষার্থী সাক্ষরতা কোর্সে অন্তভূক্ত রয়েছেন। অন্যদিকে টিএলএম কর্মসূচীর আওতায় ২২৩৬২ টি শিক্ষা কেন্দ্রে ৬,৭২,২৯২ জন শিক্ষার্থীকে সাক্ষরতা সেবা প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ৩০,৪৯,৮৮২ জন শিক্ষার্থী নিয়ে ১,০১,৮৭৪ টি টিএলএম সাক্ষরতা কেন্দ্র বাস্তবায়নাধীন পর্যায়ে রয়েছে।

সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় কর্মসূচী বাস্তবায়নের ফলে সংস্থা সমূহের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ ও পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের একটি অপূর্ব ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে এবং তা ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হচ্ছে। এর ফলে বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচীতে জন অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ইতোমধ্যে সাক্ষরতা কর্মসূচী একটি সামাজিক আন্দোলনের রূপ নিয়েছে।

নিয়োজিত আছেন এবং এরূপ ১০টি সাক্ষরতা উত্তর কেন্দ্র তত্ত্বাবধানের জন্য থাকেন ১ জন সুপারভাইজার।

অধিদপ্তর মনে করে যে, অর্জিত সাক্ষরতার পর্যাপ্ত ও দৈনন্দিন চর্চা ছাড়া সাক্ষরতা অর্থবহ হয় না এবং বর্তমান সাক্ষরতা উত্তর কর্মসূচীকে আরও কার্যকর ও অংশগ্রহণমূলক করা প্রয়োজন। এখন প্রতিটি সাক্ষরতা কেন্দ্রকে মৌলিক সাক্ষরতা কোর্স শেষে সাক্ষরতা উত্তর কেন্দ্রে রূপান্তরসহ সাক্ষরতা উত্তর কেন্দ্রের মেয়াদ বৃদ্ধি ও পরিচালনা পদ্ধতি ঢেলে সাজানোর একটি কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। আশা করা হচ্ছে যে, নতুন সাক্ষরতা উত্তর কর্মসূচী অধিক আকর্ষনীয় ও কার্যকর হবে এবং তা নব্য সাক্ষরসহ সমাজের সকল লোকের পঠন চাহিদা মেটাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

এর বাইরে অব্যাহত শিক্ষার অংশ হিসেবে বর্তমানে দেশের ৭৬টি থানায় ৯৩৫ টি গ্রাম শিক্ষা মিলন কেন্দ্র চালু রয়েছে। এসব কেন্দ্রেও কিছু খেলাধুলার সরঞ্জামসহ দৈনিক পত্রিকা ও বিভিন্ন বিষয়ের

প্রকল্পের নাম	বয়স	লক্ষ্যদল (মিলিয়ন)	মোট আনুমানিক ব্যয় (মিলিয়ন টাকা)		
			জিওবি	পিএ	মোট
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প -০১	১৫-২৪	২.৯৫	৩৯৯.৪৫	১৬৫৩.২৬	২০৫২.৭১
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-০২	১১-৪৫	৮.১৭৯	১০০০.০০	১৮০০.০০	২৮০০.০০
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-০৩	৮-১৪	.৩৫১	২৫.০০	৭১৮.০৬	৭৪৩.০৬
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-০৪	১১-৪৫	২২.৮৮	৬৮২৯.৯৬		৬৮২৯.৯৬
	মোট	৩৪.৩৬	৮২৫৪.৪১	৪১৭১.৩২	১২৪২৫.৭৩

উক্ত ৪টি প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচী মূলতঃ দু'টি কৌশলে পরিচালিত হচ্ছে- কেন্দ্র ভিত্তিক ব্যবস্থায় বেসরকারী সংস্থাকে অনুদান প্রদানের মাধ্যমে এবং প্রচারণা ভিত্তিক ব্যবস্থায় (সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন-টিএলএম) স্থানীয় প্রশাসনকে আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে। এর বাইরে বিভিন্ন মানবহিতৈষী সংস্থাকে বিনামূল্যে বই বিতরণ ও কারিগরী সহায়তা প্রদানের আরেকটি কৌশল রয়েছে। শেষোক্ত কৌশল অবলম্বনের ফলে অনেক সংস্থার কর্মসূচী বাস্তবায়ন দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সাক্ষরতা উত্তর কর্মসূচী ও অব্যাহত শিক্ষা ঃ

চলমান কর্মসূচীতে প্রতিটি মৌলিক সাক্ষরতা কোর্স শেষে ৩ মাসের সাক্ষরতা উত্তর কোর্সের ব্যবস্থা রয়েছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। কিছু আন্তঃকক্ষ খেলাধুলার সরঞ্জাম ছাড়াও প্রতিটি সাক্ষরতা উত্তর কেন্দ্রে দৈনিক পত্রিকা ও ৮০ ধরনের উন্নয়ন পুস্তিকা সংরক্ষিত হচ্ছে। বর্তমান নীতিমালা মোতাবেক প্রতি ৫টি সাক্ষরতা কেন্দ্রের বিপরীতে ১টি করে সাক্ষরতা উত্তর কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতিটি সাক্ষরতা উত্তর কেন্দ্রের জন্য ১ জন করে লাইব্রেরীয়ান কাম-শিক্ষক

উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অনুসারক শিক্ষাপোকরণ সংরক্ষিত হচ্ছে। বিভিন্ন সেবাখাতের সঙ্গে অব্যাহত শিক্ষার সম্পৃক্তি ঘটানোর লক্ষ্যে অধিদপ্তরের সহযোগী বেসরকারী সংস্থাসমূহকে তাদের নিজস্ব আয় সৃজন ও বৃত্তীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে নব্যসাক্ষরদের অগ্রাধিকার প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। বর্তমানে গ্রাম শিক্ষা মিলন কেন্দ্রগুলো ইউনেস্কোর কারিগরী সহায়তায় পরিচালিত হচ্ছে এবং এখানে নব্যসাক্ষরদের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও অধিদপ্তর মনে করে যে, বর্তমানে অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচী সমাজের বর্ধিত শিক্ষা চাহিদার নিরীখে পর্যাপ্ত নয়। অধিক কার্যকর ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে এটিকে ঢেলে সাজানো এবং এর ব্যাপক সম্প্রসারণ অত্যাবশ্যক। অধিদপ্তর বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

ধারণা করা হচ্ছে বর্তমানে বাস্তাবায়নাধীন ৪ টি প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ হলে আগামী ২০০২ সাল নাগাদ বয়স্ক সাক্ষরতার হার ৮৪% এ উন্নীত হবে। অবহেলিত, দরিদ্র ও বর্তমানে নিরক্ষর বিপুল জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে কার্যকর সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং বিভিন্ন সেবাখাতের সাথে এর অর্থবহ সম্পৃক্তি ঘটাতে হবে। এটি একটি চ্যালেঞ্জ এবং তা মোকাবেলার জন্য সরকারী-বেসরকারী সংস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক আরও জোরদার করতে হবে।